নিভে গেল দীপ, রয়ে গেল কিছু চেরাগ!

শ্রোতা সংখ্যা = বক্তা সংখ্যা

বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা প্রবাসী ছাত্র দীপায়ন চৌধুরী (দীপ) দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে কষ্ট করার পর গত ২৯ অক্টোবর মাত্র ২১ বছর বয়সে স্বর্গবাসী হয়েছে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কালে দীপ তার বিধবা মা, একমাত্র ছোটবোন এবং দেশে, বিদেশে অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছে। দীপায়নের আগেও এই নিষ্ঠুর পরবাসে আরো বেশ কয়েকজন প্রবাসী ছাত্র গুরুতর সড়ক দুর্ঘটনা এবং অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। রোগাক্রান্ত দিবস থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবধি দীপের মত এসকল হতভাগাদের শিয়রে বিভিন্ন পর্যায়ের বাংলাদেশী সংগঠন এবং নিঃস্বার্থভাবে অনেক উদার ব্যক্তি তাদের সাহায্যের হাত নিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়েছিলেন। বিপদে পড়া এ সকল প্রবাসী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে নিরবে দুহাত খুলে সাহায্য করেছিলেন, তারা বাঁ হাতকে জানতে দেয়নি ডান হাতে কাকে তারা দান করেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনের ছত্রছায়ায় দানবাক্সে যারা সশব্দে কড়ি ছুঁড়ে দেয় তারা প্রচার পায় বেশ, আর সেটাই হয়তবা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'দান করবো, শব্দ হবে না, তা কি করে হয়!' এরূপ হীন মনমানসিকতায় সমাজসেবা করেন সিংহভাগ প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজসেবকগন। নিকট অতিতে এমনো দেখা গেছে যে প্রায় মুমুর্ষ প্রবাসী এক রোগীকে সাহায্য প্রদান করে তার দাতাদের নাম ও দাতাদের বদানত্যার কথা 'সাক্ষাৎকার' আকারে রেকর্ড করে এনে একটি কমিউনিটি রেডিওতে তা বাজিয়ে শুনানো হয়েছিল। নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুরতার সীমা ছাড়িয়ে গেছিল স্খলিত ঐ সকল তথাকথিত 'সংবাদিক'দের আচরন। বিভিন্ন সময়ে ঘুরে ফিরে এই 'চক্করের' [সার্কেলের] লোকগুলোকেই সিডনীতে প্রায়শ দেখা যায় দলবল নিয়ে প্রবাসী কোন হতভাগা রোগীর শিয়রে দাঁড়িয়ে ফটো 'খিঁচতে' আর সেই ফটো বামনের পৈতার মতো আস্তিনের ভেতর বোগলদাবা করে জনে জনে দেখানো অথবা পাঠিয়ে দেয়া হয় কমিউনিটির কোন গনমাধ্যমে ছাপানোর জন্যে । আর ঠিক তেমনটি ঘটেছিল সদ্য প্রয়াত দীপায়নের ক্ষেত্রেও। বেচারা মরেও যেন শান্তি পায়নি। তার লাশের ছবি একটি ইন্টারনেটে ছাপিয়ে 'আদম-সাংবাদিক' নামে কুখ্যাত এবং হিজড়া কণ্ঠের অধিকারী একজন প্রাক্তন 'আদম বেপারী' ধর্মপ্রাণ হিন্দু কমিউনিটিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতিতের নানা কুকীর্তি ও নিরীহ বাংলাদেশীদের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের দায়ে মাথায় হুলিয়া নিয়ে উক্ত আদম-বেপারীর বাংলাদেশে যাওয়া চিরতরে নিষিদ্ধ। বেঁচে থাকলে মরদেহের প্রতি অবমাননার দায়ে দীপও হয়তবা এই আদম-বেপারীর বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করে তাকে ডাইনিং কাম কীচেন রুমে আরেকবার সেমীনার করতে বলতো।

গত ৩০ অক্টোবর দুপুর ২.৪৫ এ দীপের শেষকৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শ্মশানঘাট 'রুকউড সিমেট্রি'র ওয়েষ্ট চ্যাপেলে। ধর্ম ও জাত নির্বিশেষে বহু লোক ছুটে এসেছিলেন 'ছিন্ন মুকুল' দীপায়ন চৌধুরীর প্রতি শেষবারের মতো তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। দীপের কর্মস্থলের মালিক ও শোকবিহ্বল সহপাঠিরাও এসেছিল সেদিন তাদের মনের আকুতি জানাতে। ভাব গম্ভিরপূর্ণ উক্ত শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন সিডনীর অতি পরিচিত একজন হিন্দু পুরোহিত শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য্য। দীপের অকালপ্রয়ান ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের কথা বর্ননা করে অতি স্বাভাবিকভাবে পরমেশ বার বার আবেগপ্রবন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার বক্তব্যে চ্যাপেলে উপস্থিত অনেকে অশ্রু সম্বরন করতে পারেনি। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শেষে অষ্ট্রেলিয় প্রথানুযায়ী উপস্থিত সমব্যাথিদের কয়েকজনকে শ্রী ভট্টাচার্য্য দীপের স্মৃতিচারন করার জন্যে আহ্বান করেন। ঘোষনার সাথে সাথে পাঠশালার শ্রেনীকক্ষের মত দেখা গেল অনেকে হাত তুলে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে পেশ করতে বলার পরও দু একজন ছাড়া প্রায়

সকলেই সময়ের সীমা লংঘন করেছিলেন। কয়েকজনের বক্তব্য থেকে অনুমেয় যে জীবিতাবস্থায় তারা দীপকে আদৌ চিনতো না অর্থাৎ চারন করার মতো দীপের সাথে তাদের কোন স্মৃতিই ছিলনা। অথচ দিব্যি দীপের লাশের সামনে সেই ব্যক্তিরা হড়হড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে আলোকিত করতে চেষ্টা করেছেন। কয়েকজনতো নিজেদের জীবন্ত সন্তান ও বাল্মিকীর আমলে তাদের প্রয়াত পিতামাতার কথা স্মরন করে অহেতুক কান্না শুরু করে দিয়েছিলেন। পাশে বসা একজন সমব্যাথী চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বসলেন 'উনি কি দীপের কাকা বা মামা?' বক্তার বক্তব্য থেকে পরে স্পষ্ঠ হয়ে যায় যে উনি জীবিতাবস্থায় দীপকে আসলে কখনোই দেখেননি। কমিউনিটির তথাকথিত এ সকল মৃয়মান 'চেরাগ'দের অশ্রুপাত দেখে দীর্ঘদিন পর সেদিন অনেকে স্বৈরশাসক এরশাদের মাতৃবিয়োগ শোকে গৃহপালিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ ও 'অশ্বরোগী' উপ প্রধানমন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জমের অশ্রু বিসর্জনের কথা মনে করেন। জননীর দেহত্যাগে এরশাদের কপোল বেয়ে এক ঘটি জল না ঝরলেও তার গৃহপালিত মন্ত্রী জাফর ও শাহ মোয়াজ্জমের নেত্রকোন বেয়ে সেদিন নিদেন পক্ষে কয়েক কলসি অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। টি.ভি ক্যামেরা যতবারই ক্লোজ শট নিচ্ছিল ততবারই দেখা গেছে কাজী জাফর ও শাহ মোয়াজ্জম গ্লিসারীনে ভিজানো রুমাল দিয়ে বার বার তাদের চোখ মুছছিলেন। তাদের ঐ কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ দেখে সেদিন সারা দেশ ও জাতি হতবাক হয়েছিল। সেই জাতীর উত্তরসুরী এবং তাদের প্রেতাত্মা হয়ে সেদিন চ্যাপেলে কয়েকজন 'চেরাগ' অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য দিয়ে দীপের লাশের সামনে অহেতুক তাদের অশ্রু ঝরিয়েছিলেন। তবে প্রাসঙ্গিক, সময়পযোগী ও অতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সমাজকর্মী শ্রী প্রদ্যুৎ সিং (চুন্নু) সেদিন তার বুদ্ধিমত্তা ও সৌজন্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উদারপন্থী ও পরোপকারে নিবেদিত প্রবাসী প্রান চুন্নুর চোখে সেদিন জল ছিলনা বটে, তবে দীপ ও তার শোকাহত পরিবারের জন্যে ছিল তার একবুক সমবেদনা। 'অহেতুক আবেগ ও বক্তব্য দিয়ে নয়, কাজ দিয়েই প্রবাসে সকলকে একতা প্রমান করতে হবে' চুন্নুর প্রাণখোলা আহ্বান সেদিন অনেকের হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে দীপের লাশের সামনে একে একে তেরো জন বক্তব্য দেয়ার পরেও বক্তার তালিকা শেষ হচ্ছিল না। সময়ের টানাটান জানিয়ে ঠাকুর পরমেশ জোড়হাতে আকুতি করার পরও দেখা গেছে বাঁ হাতে ঠেক্ দিয়ে কয়েকজন ডান হাত তুলে তখনো ঠাঁই বসেছিলেন তাদের বাণী পরিবেশন করার জন্যে। যেন কোন রাজনৈতিক সভা অথবা দেশ থেকে আগত কোন দৈনিক পত্রিকার ধ্বজভঙ্গ সম্পাদকের উদ্দেশ্যে আয়োজিত 'কীচেন কাম ডাইনিং' রুমের সেমীনার! শ্রোতা সংখ্যা = বক্তা সংখ্যা, অর্থাৎ সকলেই শ্রোতা এবং সকলেই বক্তা। এরা নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই শুনে আর ঘরে ফিরে রাতে গগনমুখী চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে তার বীরত্বের কথা শুনিয়ে অতৃপ্ত স্ত্রীকে পরকীয়া থেকে দৃষ্টি ঘুরানোর ব্যার্থ চেষ্টা করে। দীপের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার জন্যে প্রতিযোগী এ সকল আলোকিত চেরাগের অবস্থা দেখে চ্যাপেলের ভেতর মধ্যবয়সী একজন ভগ্নহৃদয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সরু কণ্ঠে বল্লেন, 'ভালো লোকগুলো জগৎ ছেড়ে এত অল্প বয়সে চলে যাচ্ছে আর বুকে হামাগুড়ি দেয়া কীট পতঙ্গবৎ এ কুলাঙ্গার গুলো কেন যায় না!' তার মন্তব্য শুনে পাশে বসা শোকাহত এক বিদুষী নারী দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আফসোস করে বললেন, 'নিভে গেল দীপ, রয়ে গেল কিছু চেরাগ, প্রভু পার কর এবার আমায়!'

বনি আমিন, প্রধান সাম্পানওয়ালা, কর্ণফুলী, ০৩/১১/২০০৭